ISSN- 2320-8287

বিশুদ্ধ কবিতার ব্যতিক্রান্ত পত্রিকা

ক্লেদজ কুসুম

উৎসব সংখ্যা ১৪২৩

সমকালীন দলিত কন্নড় কবি মুদনাকুডু চিন্নাস্বামী' এর কবিতা

ভাষ্য ও ভাষান্তর : প্র ণ ব কু মা র চ ট্টো পা ধ্যা য়

সমকালীন কন্নড় কবিতা নিয়ে বাঙালি পাঠকের উৎসাহের অন্ত নেই। বহু প্রথিতযশা মানুষ এঁদের কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এঁদের সাহিত্যকর্ম বাঙালি পাঠকের গোচরে এনেছেন। লিটল ম্যাগাজিন এ ব্যাপারে সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এবং এই বৈশিষ্ট্য-ই লিটল ম্যাগাজিন গুলোর প্রধান বৈভব ও অহংকার। এবং সে জন্যই-আমরা বেছে নিলাম এমন এক কন্নড় কবিকে, যিনি সম্ভবত বাঙালি পাঠকের কাছে ততটা পরিচিত নন। তিনি দলিতদের কবি হিসেবেই খ্যাত। অসাধারণ তাঁর উচ্চারণ। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি আজও উচ্চবর্ণের তাচ্ছিল্য, তাঁদের দারিদ্র্যময় কঠোর জীবন; এসব-ই তাঁর লেখার পটভূমি। সামাজিক অবিচারের শিকার সেই মানুষগুলোর প্রতি তাঁর সমবেদনা ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে। তাঁকে নিয়েই এবারের সংখ্যা। পরের সংখ্যায় আরও কিছু কবির পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছে রইল। এখানে দেওয়া কবিতাগুলি স্বয়ং কবি পাঠিয়েছেন ক্লেদজ কুসুম'এর পাঠকদের জন্য। আমরা তা অনুবাদ করে তুলে দিচ্ছি 'ক্লেদজ কুসুম' এর পাঠকদের হাতে।

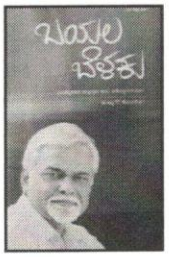

মুদনাকুডু চিন্নাস্বামী (Mudnakudu Chinnaswamy) মুদনাকুডু চিন্নাস্বামী কর্ণাটকের চামারাজ নগর জেলার এক ছোট্ট শহরে ২২.০৯.১৯৫৪ সালে জন্মেছেন। অবহেলিত, অনুন্নত শ্রেণি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি দু'-দুটো মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি কর্ণাটক স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশান এর উচ্চ পদে আসীন। কর্ণাটকের নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি নিজেকে একজন প্রধান কবি হিসেবে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত ২৪টি বইয়ের মধ্যে ৬টি-ই কবিতার সংকলন। প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজ যাঁদের 'অস্পৃশ্য' বা 'দলিত' আখ্যা দিয়েছিল, তিনি তাঁদের-ই একজন। তাঁর চলভাষ নং - ০৭৭৬০৯৯১০৯০।

আমি যদি একটা গাছ হতাম

আমি যদি একটা গাছ হতাম
পাখিরা তাদের বাসা তৈরির আগে
আমাকে জিজ্ঞেস করত না
আমার কী জাত।

বৃষ্টির ফোটাগুলো ফেরাবেনা আমাকে
নিয়ে যেতে সারমেয় খাদকের হেতু।
মূল থেকে নতুনতর শাখা গবাজার কালে
মা-পৃথিবী স্নান হেতু দৌড়ে পালাবে না।

পবিত্র গাভিটি এসে গা ঘষে যাবে এই আমার বল্কলে,
আঁচড়াতে থাকবে শুধু যেখানে যেখানে তার চুলকোচ্ছে গা
এবং তার মধ্যে বাস করা তিনশোহাজার দেব-দেবী
সেও স্পর্শ করবে আমায়।

কে জানে,
অবশেষে,
খণ্ড খণ্ড হয়ে যাব শুকনো কাঠ হ'য়ে
পুড়ে যেতে হবে এক পবিত্র আগুনে,
নিশ্চয়-ই একেবারে শুদ্ধ হ'য়ে যাব
কিম্বা শবাধার হব নিষ্পাপ দেহের
অথবা বাহিত হব চার-চারটি ভালো মানুষের কাঁধের উপর।

(এই কবিতাটি কবি একটু পরিবর্তন করেছিলেন। উপরে সেই পরিবর্তিত রূপটি-ই দেওয়া হ'ল। আগে উনি যা লিখেছেন তা নীচে দেওয়া হ'ল)

যদি আমি গাছ হতাম

যদি আমি গাছ হতাম
বাসা তৈরির আগে আমি
পাখিদের জিজ্ঞেস করব না
তাদের কি জাত।

যখন সূর্যের আলো আমাকে জড়িয়ে ধরবে
কলুষিত বোধ করবে না আমার সে ছায়া।
আমার বন্ধুত্ব শুধু শীতল হাওয়ার সঙ্গে, আর পাতারাও
মিষ্টি হ'য়ে উঠবে তখন।...

দক্ষিণের শিক্ষিত ছেলেরা

বাইরে, অ্যালুমিনিয়াম কাপ ধরে রেখে
পাতায় ছাওয়া ছাদ থেকে সরে,
পা দুটি ভাঁজ করে, বিনীত ভাবে তিনি চাইছেন:
"আমাকে এক কাপ কফি দেবেন, হুজুর"–
এভাবে বাবাকে দেখে, বিপদে পড়েছি,
উত্তেজিতও, বারংবার, প্রতিটি সময়।

পুরো বাড়িটাতে গোময় লাগিয়ে, ঘষা-মাজা করে,
ধুয়ে মেজে সব কটা বাসনকোশন,
ঘি এর বাতি সব প্রজ্জ্বলিত করে, সামান্য ভুলের দায়ে
দণ্ডভোগের জন্য তৈরি থাকতে হয়, বলতেই হবে:
"ধন্য মা আমার, তোমার পা দুটি"
মন্দিরের ভিতরে যেতে গেলেই তো তাঁকে বাঁধা পেতে হয়
প্রবেশাধিকারহীন তাঁকে যেই দেখি আমি
গুলিয়ে ওঠে পেট, থুতু ফেলি আমি।

স্বর্গলোকের দ্বার ওটা, যেটা দিয়ে সহজেই ঢুকে যেতে পারে ব্রাহ্মণেরা,
অন্ত্যজশ্রেণির পক্ষে হোটেলে ঢোকাও কঠিন।
উপজাত এই সব ধারণা-সম্ভার নিয়ে সতর্কতা খুব
শিক্ষিত ছেলেরা আমরা, এর মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছিলাম, আর তারপরে

একটা ঘটনা ঘটল : মহাদেশভারা কফি ক্লাব
ইডলি আর দোসা-গ্রস্ত উচ্চবর্ণ পথ তখন আক্রান্ত হয়েছে,
গ্রামের ভিতরে মারামারি, পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হ'লই, ইত্যাদি_ইত্যাদি

এসব ঘটার পরেও, গ্রামের দক্ষিণে কেন অন্ত্যজ বসতি? এখনও তা উত্তরবিহীন।

ফের বৃষ্টি হওয়ার আগে

বাড়িটা ঠাকুরদা'র সময়ের
পাতায় মোড়া ছাদটি মূল স্তম্ভের সঙ্গে বৃত্তাকার ভাবে ছাওয়া,
বৃষ্টিতে জীর্ণ
পুরনো ছাতার মত।

কিনারাগুলোয় কোনও পর্যাপ্ত টিন বা অন্য কোনও ধাতুর চাকতি ছিল না
প্রান্ত ঘিরে থাকা সব ছিদ্রগুলোকে সামাল দেওয়ার।
গোময়লেপিত সেই মেঝে মধ্যে কিছু কিছু গর্তের গঠন
বাচ্চাদের ছোটোখাটো খেলাধুলো হেতু।

বাইরে, ব্যাঙেদের ঘ্যাঙরঘ্যাং রাবিশের স্তূপে
ভিতরে নিশ্চুপ বাবা
চটের বস্তা নিয়ে কম্বল বানিয়ে।

বাচ্চারা এক কোণে
ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা,
মোটেই যথেষ্ট নয় রক্ষা করা
থেকে থেকে ঝরে পড়া এই ধারাপাতে।

চোয়ালে খিঁচুনি ধরা হিম ঠান্ডায়
শতচ্ছিন্ন বস্ত্র
হাত কাটা জামা
মনের গভীরে আনে ভিতরের স্যাঁতসেতে ভাব।

স্বপ্ন ভাসে: গ্রীষ্ম যেন এসে গেছে কাছে
ভাঙাভাঙা টালি বদলে বসছে নতুন,
তাজা খড় লাগানো হ'চ্ছে চালের মাথায়-
যতদিন না আগুন লাগছে
খড়ের গাদায়।

আর বৃষ্টি দিনে
গরীব মানুষগুলো আমার গ্রামের,
স্বপ্ন-কাঠিগুলো তারা পুষ্ট করতে থাকে
রান্নাঘরের চুল্লির উত্তাপে, এক এক করে
উষ্ণ হ'তে থাকে সকলের মন
গাদাগাদি করে জড়ো হয় একসাথে,
ভাবে, কীভাবে কাটাবে দিন
বর্ষার সময়।

ভোর হওয়ার আগে
দোরগোড়া পর্যন্ত জল উঠে আসে
একটা ফুটো পাত্র নিয়ে ওদের
ছেঁচা শুরু হয়,
ছেঁচা শুরু করে ওই
অফুরান জল।

একটু বদলের আশা করে এরা এই দিন মজুরেরা;
নির্যাতিত হ'তে থাকে এরকম ভাবে, এসবের দ্বারা
মুষলধার বৃষ্টিপাত– কেন থামবে না?
ভিতরে ভিতরে ওরা সব ফুঁসে ওঠে।

বাবার মুখ থেকে হাপরের মত
তীব্র বেগে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে:
'বাছা আমার, নতুন করে টালিগুলো লাগানোর চেষ্টা কর,
নয়তো আমার শব বহনের জন্য তুমি তৈরি হয়ে থেক।'

ত্যানা কুড়ুনি এক বালকের প্রতি

কোনও এক চালার তলায়
কোনও একজনের বাহুর ভিতর
সে জাগে ভোরে, আলস্যকে ছুঁড়ে ফেলে পাশে,
একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নেয় কাঁধে,
আর বেরিয়ে পড়ে নোংরা ভীষণ এক গলি-ঘুঁজি দিয়ে

সে এসে পৌঁছয় এক পৌরসভার আঁস্তাকুড়েতে,
এমন ভাবে তার হাত দুটো জড়ো করে দাঁড়াল, যে মনে হল,
সে আবিষ্কার করে ফেলবে গুপ্তধনের,
তরপর ঢুকে পড়ে জঞ্জালের স্তূপে
হাত চলে দ্রুত
ছোট ছোট টুকরোগুলো নানারকমের
যেন সব ছিন্ন-ভিন্ন অন্ত্রের মতন
বার করে আনে শল্য চিকিৎসকের মত।

কাচের টুকরোর সঙ্গে প্লাস্টিকের বোতল,
রাবারের ছিন্ন কন্ডোমগুলো, ছেঁড়া কাগজের টুকরো
তুলে নিচ্ছে সে, গৃহবধুদের ফেলে দেওয়া লালছোপ ন্যাকড়াগুলো
এসবের ভিতর থেকে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে
একটা ছেঁড়া-ফাটা দু'টাকার নোটকে উঁকি মারতে দেখে।

এখানে-ওখানে পড়ে থাকা ভাঙাচোরা সুন্দর সুন্দর পুতুল
আলো জ্বেলে তোলে তার মনে,
কাচের গুলিগুলোও তাকে খেলার আকুতি জাগায়।

ডিমের ঐ ভাঙা টুকরোগুলোতে কেটে যেতে পারে তার পা,
বহু পুরনো শর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভোঁতা ব্লেডে খোঁচা খেয়ে
ফিনকি দিয়ে বেরুনো রক্তকে ছুঁড়ে ফেলে
ফ্যাকাসে জায়গাটাকে বারবার চেপে ধরে রসহীন করে তোলে।

মাতৃ-পিতৃহীন হয়েও সঙ্গী ছিল তার
ওই অনাথেরা, সুখী ও খুব!
যা আছে তলানি সব বড়লোকের ছেলে-মেয়েদের ছুঁড়ে ফেলা
শূন্য ক্যানগুলো অথবা বোতল গুলোয়,
তাঁদের বাবাদের ছুঁড়ে ফেলা পুণ্যবারির অবশেষটুকু।

শিলোঞ্ছপ্রেমী পাতার প্লেট গুলো তুলে নেয় প্রসাদের মত
বিড়ির টুকরো খুঁজে মুখে নিয়ে
পা বাড়াচ্ছে পরের গলিতে।

দাঁড়াচ্ছে সেখানে, যেখানে দাঁড়ানোর কথা নয় তার,
বসছে সেখানে, যেখানে বসা তার উচিৎ ছিল না
ক্ষত চুলকোয় বারে বারে,
যেখানে ঘিরে আছে মাছি ও জীবাণু সব দলে দলে তাকে,
ঘেঁটে যাচ্ছে তবু, যদি পাওয়া যায় কিছু মূল্যবান;
এক এক করে, বারংবার, তন্ন তন্ন করে খোঁজে সেই জায়গাটিকে, আর
জমা করা জিনিসগুলো তুলে দিয়ে ব্রোকারের হাতে
কয়েকটা মুদ্রার বিনিময়ে,
ফের এসে ছুঁড়ে দেয় নিজের শরীর তার
কারো এক চালার তলায়,
কোনও একজনের সেই শিশু।

ঠাকুরমা ও নাতনি

এক বিশেষ ধরনের গ্রামের ভিতর:
একই ধরনের ঠাকুরমারা থাকেন।

বিশাল এক বাড়ি,তাতে মস্ত এক বারান্দা,
সেই বারান্দায় এক কোণ,
সেই কোণে তিনি,
দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকবেন।
১.
এক মুড়ো ঝাঁটা ব্যবহৃত হয়
অপদেবতার কুদৃষ্টি যাতে দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপরে না পড়ে
আর ঝলসে না দিতে পারে আগুন শিখায়।
তাই 'মারী উৎসবে'র আগে
স্থানটিকে অমঙ্গল থেকে দূরে রাখতে হবে
ঠাকুরমা চিন্তান্বিত, সবাই তো তাকে দোষ দেবে
যদি কোন ও অমঙ্গল ঘটে।

নির্দিষ্ট সময়েই খাবার আসে তার,
থালার সবুজ খাদ্য যেন ব্যঙ্গ করে,
তার ওই পয়মাল পুত্রবধূটি
রেগে রূঢ় স্বরে তার নাম ধরে ডাকে।

যখন তিনি আর কোণে থাকেন না
তিনি তখন লাঠিতে ভর দিয়ে পিছনের উঠোনে টলমল
পায়ে ঘুরছেন, আর সেখান থেকে ফের সেই কোণ।

ওই কোণ-ই বুঝি তার অন্তিম গন্তব্য স্থল,
ঠাকুরমা সুগভীর ধ্যানে ডুবে যান ওই কোণটিতে বসে।
উঠনের মধ্যে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যেতে
দেরী হয় লোকেদের; অন্ধকার প্রসারিত হয়
আর তাকে দেখে কষ্ট পায় পথচারী সব।

ঠাকুরমা সর্বক্ষণ ভাবতে থাকেন যে : মৃত্যু হলে তার,
স্বজনেরা আসবেন কাকেদের রূপে কতজন
তার ছেড়ে যাওয়া ওই দেহ-ভস্মের উপর।

২.
বারান্দায় এক পিতামহী
ছোটবেলার কিত্‌কিত খেলার কথা মনে করে তার
হাসি ঝলকে ওঠে মুখে, তারপরেই নিভে যায়।
ভেসে ওঠে সেই তার ছোটবেলার খেলা সব,
সে খুঁজে বেড়ায় যেন অনন্তের ভাষা
তার ওই জীবনের স্রোতে।

পুত্রবধুটি তার অবসর হলে, হাঁক দেয় তাকে:
'চিরুনি নিয়ে এক্ষুনি আসুন, দেখছেন না মাথা চিড়-বিড়
করছে আমার?'

আঁচড়ানো ক্ষত আর জীর্ণ শরীরের দুর্গন্ধ নিয়ে
তার গল্পের পাশে এসে বসে যায় সবুজ ফলেরা
আর তার আঙুলের ডগাগুলো অঙ্কুরিত হয়ে খুঁজে চলে
যদি মেলে প্লেটে কিছু ডিম।

ঢিলে হলে এই সব চিন্তা সমূহ, অপ্রত্যাশিত এক বিপণি যেমন
এক ঐতিহ্যমণ্ডিত, দরজা খুলে যায়
বিস্ময়কর এক গল্প-দুনিয়ার
প্রতিটি চুলের মত পৃথক পৃথক
পাতা উলটে যাওয়া
—এক এক নতুন শব্দ, নতুন দুনিয়া—

আঙুলেরা তুলে আনে হানাদার উঁকুনগুলোকে
পিষে পিষে মারে, চিরুনি হারিয়ে দেয় শত্রু সৈন্যদের।

রুক্ষ, কুঞ্চিত গাল বেয়ে নামা শীর্ণ নদী,
তার অশ্রুধারা: এই গল্পটি কি বলছে নাতনি আর
ঠাকুরমা শুনছে বসে কোণে?